বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১৭ • সংখ্যা-১০ • বর্ষ-৩

BURO Bangladesh

BURO Bangladesh

প্রত্যয়

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭ • সংখ্যা-১০ • বর্ষ-৩

সম্পাদকীয়

'প্রত্যয়' এর দশম সংখ্যা প্রকাশিত হলো।

এ সংখ্যায় মূল নিবন্ধ হিসাবে থাকছে মানুষের জীবনে নৈতিকতাবোধ। বুরো বাংলাদেশ সাধারণ মানুষের পাশে থেকে তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যেই নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিটি কর্মী ভাইবোন শ্রম দিয়ে আন্তরিকতা দিয়ে এবং নৈতিক ভাবে বলীয়ান হয়ে বাড়ীতে বাড়ীতে সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

সততা, সদাচার, সৌজন্যমূলক আচরণ, সুন্দর স্বভাব ও উন্নত চরিত্র এ সবকিছুর সমন্বয় হলো নৈতিকতা। নৈতিকতা হচ্ছে ব্যক্তির মৌলিক মানবীয় গুণ এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত, করণীয়-বর্জনীয় বোধ থেকে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে আমাদের যে নৈতিকতা বোধ জাগ্রত হয তার নাম মূল্যবোধ। মূল্যবোধকে যখন নীতির সঙ্গে একত্র করে দেখা হয় তখন তাকে বলা হয় নৈতিক মূল্যবোধ। আশা করি লেখাটি আমাদের নৈতিকতা বোধকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

মানবিক সংগঠন হিসাবে বুরো তার জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন জেলায় এবারের ভয়াবহ বন্যায় সহায় সম্বল হারানো কয়েক হাজার পরিবারের মাঝে জরুরী ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছে বুরো। সম্প্রতি বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্যগত দুর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে বুরো উখিয়ার কুতুপালং ক্যাম্পের বিভিন্ন স্পটে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

গত প্রান্তিকে আমরা মোঃ শামীম আল মামুন নামে গাজীপুর অঞ্চলের একজন নিবেদিতপ্রাণ শাখা হিসাবরক্ষক ভাইকে হারিয়েছি। তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং তাদের নিকটজনকে জানাই আন্তরিক সমবেদনা। সংস্থায় তার অবদান বুরো কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে।

কর্মসূচি সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনা, সফলতার গল্প, সদস্য বা কর্মীভিত্তিক কেস স্টোরি, নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা, গল্প, কবিতা, ছড়া, কৌতুকের পাশাপাশি তথ্য বহুল লেখা পাঠান।

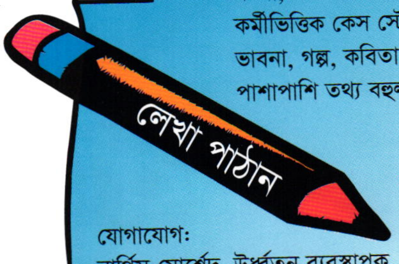

এছাড়াও প্রত্যয় সম্পর্কিত আপনাদের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

যোগাযোগঃ
নার্গিস মোর্শেদ, উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক
মনিটরিং ও রিপোর্টিং, প্রধান কার্যালয়।
ফোন: ০১৭৩৩২২০৮৫৪

মানুষের জীবনে নৈতিকতাবোধ

সাধারণ অর্থে নৈতিকতা শব্দটির দ্বারা বোঝায় ন্যায় অন্যায় বিচার বোধ সংক্রান্ত নীতি বা মূল্যবোধ। নৈতিকতা এমন কতগুলো নীতি বা মূল্যবাধের সমষ্টি যা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির ব্যবহার বা আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ নৈতিকতা হচ্ছে কোনটা ভাল কাজ আর কোনটা মন্দ কাজ তা উপলব্ধি করে ভালো কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং ভালো কাজে আত্মনিয়োগ করা।

নীতির সঙ্গে জড়িত যে বিষয় তাকে বলা হয় নৈতিকতা, অর্থাৎ কাজে কর্মে, কথা বার্তায়, নীতি ও আদর্শের অনুসরণই হলো নৈতিকতা। যেমন- সত্য কথা বলা, বড়দের শ্রদ্ধা করা, ছোটদের স্নেহ করা, মানুষের সেবা করা। পবিত্র কোরআনে বহু জাতি ও মানুষের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যারা তাদের অনৈতিক কাজের জন্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আবার অনেকে তাদের নৈতিক কাজের জন্য যুগ যুগ ধরে মানুষের নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। আল কোরআনের বহু আয়াতে নৈতিক গুণাবলীর অনুশীলনের জন্য আদেশ ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি অনৈতিক ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। সততা সত্যবাদিতা, শালীনতাবোধ, সৃষ্টির সেবা, আমানত রক্ষা, পিতা-মাতা ও আত্নীয় স্বজনদের প্রতি কর্তব্য, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ছোটদের প্রতি স্নেহ, সহকর্মীদের প্রতি সুন্দর আচরণ ইত্যাদি নৈতিক গুনের বিবরণ হাদিস শরীফে রয়েছে।

সততা, সদাচার, সৌজন্যমূলক আচরণ, সুন্দর স্বভাব, মিষ্টিকথা ও উন্নত চরিত্র এ সবকিছুর সমন্বয় হলো নৈতিকতা। একজন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাল-চলন, উঠা-বসা, আচার-ব্যবহার, লেনদেন সবকিছুই যখন প্রশংসনীয় ও গ্রহনযোগ্য হয় তখন তাকে নৈতিক গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তি বলে। নৈতিকতা হলো ব্যক্তির মৌলিক মানবীয় গুণ এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যা অর্জন করলে তার জীবন সুন্দর ও উন্নত হয়। নৈতিকতার মাধ্যমেই সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করা সম্ভব। নৈতিকতার ক্ষেত্রগুলো হলো:

সত্যবাদিতা

সাধারণত সত্য কথা বলার অভ্যাসকে সত্যবাদিতা বলা হয়। সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ। মানব জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। মিথ্যা বলা মহাপাপ, সর্বদা সত্য কথা বলার নির্দেশ সকল ধর্মেই রয়েছে।

মানব জীবনে সত্যবাদিতার প্রভাব সীমাহীন। সত্যবাদিতা মানুষকে নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। পাপ ও অশালীন কাজ থেকে বিরত রাখে। সত্যবাদি ব্যক্তি কখনো অন্য কোন ব্যক্তির উপর অন্যায় ও অত্যাচার করতে পারেনা। সত্যবাদিতার ফলে মানুষ দুনিয়াতে সম্মানীত হয় এবং মর্যাদা লাভ করে। আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্রে নিজ স্বার্থ হাসিল করার লক্ষ্যে যেন কোনরূপ মিথ্যার আশ্রয় না নেই। কখনো কোন

অবস্থাতেই সদস্য বা অন্যান্য কর্মীদের সাথে যেন মিথ্যা না বলি। সংস্থার কোন কর্মী বা সদস্য সংস্থার পরিপন্থী কোন ধরণের কাজে লিপ্ত থাকলে তা তাৎক্ষনিক ভাবে যথাযথ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবো। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য বা স্বার্থ হাসিলের জন্য কোন তথ্য গোপন করবো না ।

ওয়াদা পালন করা

ওয়াদা হলো অঙ্গীকার করা, প্রতিশ্রুতি দেওয়া, চুক্তিবদ্ধ হওয়া, কাউকে কথা দেওয়া বা কোন কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। কারো সাথে কোনরূপ প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোন কথা দিলে তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। মানব জীবনে ওয়াদা পালনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ওয়াদা পালন সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে তাকে সবাই ভালবাসে। তার প্রতি সকলের আস্থা ও বিশ্বাস থাকে, সমাজে সে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা লাভ করে। তাই আমরা আমাদের পরিবার, সমাজ কিংবা কর্মক্ষেত্রে কারো সাথে কোন প্রকার ওয়াদা ভঙ্গ করবো না।

শালীনতা

শালীনতা অর্থ মার্জিত, সুন্দর ও শোভন হওয়া। কথাবার্তা, আচার আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়াকেই শালীনতা বলা হয়। শালীনতার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। এটি অনেকগুলো নৈতিক গুনের সমষ্টি। ভদ্রতা, নম্রতা, সৌন্দর্য, সুরুচি, লজ্জাশীলতা ইত্যাদি গুনাবলীর সমন্বিত রুপের মাধ্যমে শালীনতা প্রকাশ পায়। সর্বাবস্থায় রুচিসম্মত, ভদ্র, সুন্দর ও মার্জিত গুনাবলীর অনুসরণ করার দ্বারা শালীনতা চর্চা করা যায়। শালীনতার ফলে মানুষের মান-সন্মান সুরক্ষিত থাকে, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, আমরা সকল কাজে শালীনতা রক্ষা করবো। অশ্লীল ও অশালীন কাজ ত্যাগ করবো।

> বহু মানুষ তাদের অনৈতিক কাজের জন্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আবার অনেকে তাদের নৈতিক কাজের জন্য যুগ যুগ ধরে মানুষের নিকট চিরস্মরনীয় হয়ে আছেন

আমানত

আমানত এর অর্থ গচ্ছিত রাখা, নিরাপদ রাখা। সাধারণত কারো নিকট কোন অর্থ সম্পদ গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়। তবে ব্যাপক অর্থে শুধু ধন-সম্পদ নয় বরং যে কোন জিনিস গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়। একজনের জান-মাল, মান-সম্মান, কথা, প্রতিজ্ঞা সবকিছুই অন্যের নিকট আমানত স্বরুপ। যিনি গচ্ছিত সম্পদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেন এবং তা প্রকৃত মালিকের নিকট চাহিবামাত্র ফিরিয়ে দেন তাকে বলা হয় আমানতদার। আমানতের বিপরীত হলো খিয়ানত। সংস্থায় আমাদের ভূমিকা হচ্ছে আমানতদারের। গরিব দুঃখী সদস্যরা এখানে তাদের কষ্টার্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টাকা সঞ্চয় হিসাবে আমাদের নিকট আমানত স্বরুপ জমা রাখে। অপরদিকে সংস্থা, গরীব দুঃখী মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য পুঁজির যোগান হিসাবে ঋণ প্রদান করে থাকে। আর আমরা সেই সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি সংস্থার আমানতদার হিসাবে আদায় করে থাকি। কোন অবস্থাতেই যাতে আমরা সদস্যদের আমানত সঞ্চয় ও সংস্থার আমানত ঋণের কিস্তি আত্নসাৎ বা খিয়ানত না করি।

মানব সেবা

মানব সেবা বলতে মানুষের সেবা করা, পরিচর্যা করা, যত্ন নেওয়া, সাহায্য সহযোগীতা করা

ইত্যাদি বুঝায়। জাতি, ধর্ম-বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবা করা মানব সেবার আওতাভুক্ত। মানুষ হলো আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে আল্লাহতায়ালা সবকিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কর্তব্য হল এসব সৃষ্টির প্রতি সদয় হওয়া ও তাঁদের সাথে যথাযথ ব্যবহার করা। পাশাপাশি অন্য মানুষের প্রতি সাহায্য, সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সমানুভূতি প্রদর্শন করাও মানুষের অন্যতম দায়িত্ব। কেননা পরস্পরের সেবা ও সহযোগিতার মাধ্যমেই বিশ্বে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

আমাদের জন্ম ও জীবন পরার্থে নিজের জন্য নয়। কবি বলেছেন "পুষ্প আপনার জন্য ফোঁটে না, পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও"- বিশ্ব প্রকৃতি এবং প্রতিটি সৃষ্টির দিকে তাকালে আমরা খুব সহজেই এই সত্য উপলব্ধি করতে পারি। ফুল তার আপন গন্ধ বিলিয়ে সবাইকে আনন্দ দেয়। আমাদের প্রতিটি জন্মই মানুষের সেবার জন্য। আর এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই আমরা সমাজের পিছিয়ে পড়া অসহায় দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের ভাগ্য উন্নয়নের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছি।

> সত্যবাদিতার ফলে মানুষ দুনিয়াতে সম্মানীত হয় এবং মর্যাদা লাভ করে। আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্রে নিজ স্বার্থ হাসিল করার লক্ষ্যে যেন কোনরূপ মিথ্যার আশ্রয় না নেই। কখনো কোন অবস্থাতেই সদস্য বা অন্যান্য কর্মীদের সাথে যেন মিথ্যা না বলি

ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

ভ্রাতৃত্ববোধ হচ্ছে কোন ব্যক্তি অপর ব্যাক্তিকে ভাইয়ের ন্যায় মনে করা, ভ্রাতৃসুলভ আচার-আচরণ করা। সহোদর ভাইয়ের সাথে আমরা ভালো ব্যবহার করি, সবসময় তাদের কল্যাণ কামনা করি, তাদের জন্য নানা স্বার্থ ত্যাগ করি, তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসি। তেমনিভাবে দুনিয়ার সকল মানুষের প্রতি এরূপ মনোভাব পোষণ ও নিজ কর্মের মাধ্যমে এর প্রমাণ উপস্থাপনই হলো ভ্রাতৃত্ববোধ। আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হলো নানা সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যকার সম্প্রীতি ও ভালোবাসা। আমাদের সমাজে বহু ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও জাতির লোক বাস করে। তারা এক একটি সম্প্রদায়। সমাজে বসবাসরত এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ঐক্য, সংহতি ও সহযোগিতার মনোভাবই হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মানুষের মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা, পরমত সহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণের বিকাশ ঘটায়। মানুষ একে অন্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখে। বিভিন্ন ধর্মের, জাতির ও সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে বসবাসের ফলে দেশীয় সভ্যতাও উন্নততর হয়। সকলের প্রচেষ্টায় দেশ ও জাতি উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করে। পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে দেশে মারামারি হানাহানির সূত্রপাত ঘটে। নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতেও মানুষ কুণ্ঠিত হয় না। বস্তুত দেশের শান্তি ও উন্নতির জন্য ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অপরিহার্য উপাদান। সুতরাং, জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করতে হবে। সকলকে ভাইয়ের মমতায় দেখতে হবে, বিপদে আপদে এগিয়ে আসতে হবে, অন্য ধর্ম বা অন্য জাতি বলে কোনো মানুষের প্রতি অবিচার করা যাবে না। "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"- এই কথাটি আমরা যেন ভুলে না যাই।

নারীর প্রতি সম্মানবোধ

নারীর প্রতি সম্মানবোধ হলো নারী জাতির প্রতি সম্মানজনক মনোভাব। যেমন, সৃষ্টির বিচারে নর ও নারীর সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রদান, নারী বলে কাউকে ছোট মনে না করা, নারী হিসেবে কাউকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করা। বরং যথাযথভাবে তাদের প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করা, তাদের কাজ করার সুযোগ প্রদান করা, তাদের সাথে মিলে মিশে কাজ করা, তাদের ধন-সম্পদ, ইজ্জত, সম্মানের সংরক্ষণ করা ইত্যাদি নারীর প্রতি সম্মানবোধের প্রকৃত উদাহরণ।

> পুষ্প আপনার জন্য ফোঁটে না, পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও... আমাদের প্রতিটি জন্মই মানুষের সেবার জন্য। আর এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই আমরা সমাজের পিছিয়ে পড়া অসহায় দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের ভাগ্য উন্নয়নের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছি

প্রতিটি ধর্মেই জীবনের নানান ক্ষেত্রে নারীদের অবদান ও ভূমিকার স্বীকৃতি প্রদান করেছে। মানুষকে নারীর প্রতি সম্মানবোধের আদেশ করেছে। সৃষ্টিগতভাবে মানুষ হিসেবে নর-নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং তারা সমান মর্যাদার অধিকারী। নর-নারী উভয়ের মাধ্যমেই

আমরা শুধু চাকরী করি না, আমরা পেশাদার সমাজকর্মীও বটে। আমরা প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দরিদ্র মানুষের কল্যাণে কাজ করি। আমরা নৈতিক ভাবে বলিয়ান হয়ে পেশাদার সমাজকর্মী হিসেবে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাবো, আর আমাদের নীতিবোধের আলোতে আলোকিত হবে লক্ষ লক্ষ মানুষ

মানবজাতির বিস্তার ঘটেছে। কবির কথায়- এ জগতে যা কিছু চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর। নারীর প্রতি সম্মানবোধ মানুষের উত্তম মন-মানসিকতার পরিচায়ক। শুধু অন্তর দ্বারা সম্মান ও মর্যাদা দেখালেই চলবে না বরং নিজ কাজ-কর্ম ও আচার ব্যবহার দ্বারা এর প্রমাণ দিতে হবে। আমাদের পরিবারে ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যেমন মা, মেয়ে, বোন, স্ত্রী রয়েছেন, তেমনি কর্মক্ষেত্রেও সদস্যসহ অনেক নারী সহকর্মী রয়েছেন। এদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা, যথাযথ শ্রদ্ধা-সম্মান ও মায়া-মমতা প্রদর্শন, জীবন ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা ও অধিকার প্রদান করা ইত্যাদি নারীর প্রতি সম্মানবোধের নিদর্শন।

কর্তব্য পরায়ণতা

যথাযথভাবে নিজ দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহ পালন করাই হলো কর্তব্যপরায়ণতা। মানুষ হিসেবে আমাদের উপর নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকা, সময়মতো সুন্দর ও সুচারুভাবে এগুলো পালন করা এবং এ ক্ষেত্রে কোনোরূপ অবহেলা উদাসীনতা প্রদর্শন না করাকেই কর্তব্যপরায়ণতা বলা হয়। মানবজীবনে কর্তব্যপরায়ণতার গুরুত্ব অপরিসীম; যে ব্যক্তি কর্তব্যপরায়ণ সকলেই তাঁকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে। তিনি সকলের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেন। কর্তব্যপরায়ণতা মানুষকে সফলতা দান করে। কর্মী হিসেবে সদস্যসহ সকল সহকর্মীদের সম্মান করা, অধনস্তদের স্নেহ করা, কাজ কর্মে সহযোগীতা করা, অফিসের যন্ত্র-পাতি আসবাবপত্র যথাযথ ব্যবহার, যত্ন ও সংরক্ষণ করা ইত্যাদি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

পরিচ্ছন্নতা

পরিস্কার, সুন্দর ও পরিপাটি অবস্থাকে পরিচ্ছন্নতা বলে। শরীর, মন ও অন্যান্য ব্যবহার্য বস্তু সুন্দর ও পবিত্র রাখা, ময়লা-আবর্জনা ও বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মুক্ত রাখাকে পরিচ্ছন্নতা বলা হয়। মানবজীবনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তিগত বা দৈহিক পরিচ্ছন্নতা মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দৈহিক পরিচ্ছন্নতা হলো হাত, পা, মুখ, দাঁত ও গোটা শরীর পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা। শুধু ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্ন থাকলেই হবে না, এক জন আদর্শ কর্মী হিসেবে কর্মক্ষেত্রেও পরিচ্ছন্ন রাখা অত্যন্ত জরুরী। আমরা যেখানে কাজ করি, কর্মী হিসেবে আমার কেন্দ্র, কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় উপকরণ, অফিসের সকল যন্ত্র-পাতি, আসবাবপত্র, আবাসিক, অফিস, ফাইলপত্র, বাথরুম ইত্যাদির যথাযথ ব্যবহার, যত্ন, সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা এবং ব্যবহার উপযোগী রাখা পরিচ্ছন্নতার বহিঃপ্রকাশ। একই ভাবে বাসস্থান এবং পরিবারের সকলের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ।

মিতব্যয়িতা

মিতব্যয়িতা হলো প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করা, পরিমিতিবোধ, কথা-বার্তা কাজ-কর্মে যথার্থতা, ধন-সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ইত্যাদি। সাধারণত ধন-সম্পদের যথাযথ ও প্রয়োজন মাফিক ব্যবহারকে মিতব্যয়িতা বলা হয়। অর্থাৎ যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই খরচ করা, অতিরিক্ত খরচ না করা। যখন যা প্রয়োজন সেরূপ ব্যয় করার মধ্যেই সফলতা রয়েছে। প্রয়োজন মাফিক সম্পদের এই ব্যবহারই মিতব্যয়িতা; মিতব্যয়িতা একটি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক গুণ। এটি মানবসমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে। মিতব্যয়িতা মানুষকে অপচয় ও কৃপণতার কুফল থেকে রক্ষা করে।

উপসংহার

ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত, করণীয়-বর্জনীয় বোধ থেকে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে আমাদের যে নৈতিকতা বোধ জাগ্রত হয় তার নাম মূল্যবোধ। সকল মানুষেরই এ মূল্যবোধ থাকা প্রয়োজন। যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে বা সমাজে এর ঘাটতি দেখা দেয়, তাহলে আমরা বলি মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। এ মূল্যবোধের প্রকাশ নানাভাবে ঘটতে পারে। যেমন রুচি, সৌন্দর্য বা ধর্মীয় মুল্যবোধ। মূল্যবোধকে যখন নীতির সঙ্গে একত্র করে দেখা হয় তখন তাকে বলা হয় নৈতিক মূল্যবোধ।

আমরা শুধু চাকরী করি না, আমরা পেশাদার সমাজকর্মীও বটে। আমরা প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দরিদ্র মানুষের কল্যাণে কাজ করি। নিজের লাভের কথা চিন্তা না করে সমাজের অবহেলিত, দরিদ্র, নিপীড়িত ও বঞ্চিত জনগণকে স্বাবলম্বী করার জন্য কাজ করি। তাদেরকে আয়বর্ধক কাজে অংশগ্রহণ করানোর জন্য আর্থিক সেবা প্রদান করে থাকি। তাদের কষ্টার্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত হিসেবে শাখায় এনে জমা করি। আমাদের প্রতিটি সকাল শুরু হয় গণমানুষের কল্যাণ দিয়ে। আমাদের প্রতিজন কর্মসূচী সংগঠক গড়ে ৪০০ জন সদস্য নিয়ে কাজ করেন। তাদের পরিবারে গড়ে সদস্য সংখ্যা যদি ৫ জন করে হয় তাহলে আমাদের প্রত্যেক কর্মসূচী সংগঠক প্রায় ২০০০ জন মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করেন। এই হিসেব অনুযায়ী একজন শাখা ব্যবস্থাপক তার শাখার মাধ্যমে প্রায় ১৫,০০০-২০,০০০ হাজার মানুষের উন্নয়নে কাজ করেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা নৈতিক ভাবে বলিয়ান হয়ে পেশাদার সমাজকর্মী হিসেবে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাবো, আর আমাদের নীতিবোধের আলোতে আলোকিত হবে লক্ষ লক্ষ মানুষ।

• **নজরুল ইসলাম,** *প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী*

চতুর্মাসিক যমুনা'র জাকির হোসেন সংখ্যার প্রকাশনা উৎসব

বিশেষ কোন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে গ্রন্থ কিংবা সাময়িকীর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ আমাদের প্রকাশনা শিল্পের একটি নিয়মিত অংশ হয়ে উঠেছে। এ ধরনের বিশেষ সংখ্যায় সাধারণত সেই সব ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্ম আলেখ্য তুলে ধরা হয় যারা আড়ালপ্রিয় অথচ কর্মে অসাধারণ ও সমাদৃত। টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা যমুনার অষ্টম ও নবম সংখ্যা দুটি প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্য অঙ্গনের বাইরের দুজন প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বকে নিয়ে। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত জনাব আনোয়ার উল আলম এবং অপরজন দেশের তৃতীয় বৃহত্তম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জনাব জাকির হোসেন।

'উন্নয়ন সংগঠক জাকির হোসেন সংখ্যা' শিরোনামে যমুনার এই বিশেষ সংখ্যায় সূচিবদ্ধ লেখাগুলো ইতোমধ্যেই পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে এবং প্রশংসা অর্জন করেছে সমালোচকদের কাছ থেকেও। চতুর্মাসিক যমুনার নবম সংখ্যার প্রকাশনা উৎসব সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে টাঙ্গাইল সাধারণ গ্রন্থাগার মিলনায়তনে। যমুনার আয়োজনে গত ১৪ সেপ্টেম্বরের এই প্রকাশনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন ষাট দশকের অন্যতম কবি ও নেতৃস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা বুলবুল খান মাহবুব। প্রকাশনা অনুষ্ঠানটি শুরু হয় রাত আটটায়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই চতুর্মাসিক যমুনার ক্রমবিকাশ এবং জাকির হোসেন ও বুরো বাংলাদেশকে তুলে ধরে পনের মিনিটের একটি ডিজিটাল উপস্থাপন করা হয়। প্রকাশনা অনুষ্ঠানের মূল পর্বটি সঞ্চালনা করেন টাঙ্গাইল সাধারণ গ্রন্থাগারের সম্পাদক কবি মাহমুদ কামাল।

মূল পর্বের শুরুতেই জাকির হোসেন ও অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে সভাপতি বুলবুল খান মাহবুব মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন এবং এর পরপরই তুমুল করতালির মধ্যে দিয়ে ফুলের পাপড়িতে মোড়ানো চতুর্মাসিক যমুনার 'জাকির হোসেন সংখ্যাটি'র মোড়ক উন্মোচন করেন। আলোচনা পর্বের সূচনা হয় যমুনার সম্পাদক সবুজ মাহমুদের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। এরপর বিশিষ্ট কবি ও সাবেক অধ্যক্ষ ড. মাহবুব সাদিক বলেন, 'জাকির হোসেন সফল মানুষ এই অর্থে যে তিনি সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করেন। যে সব সাধারণ মানুষের পকেটে টাকা নেই, যাদের পেটে ভাত নেই, জাকির হোসেন সেইসব সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করছেন এবং তাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।' তিনি আরো বলেন, 'যমুনার এই সংখ্যা পড়ে জাকির হোসেন সম্পর্কে প্রায় পরিপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়।'

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক রাষ্ট্রদূত আনোয়ার উল আলম তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের আজকের যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তাতে ক্ষুদ্রঋণের অবদান অনেক আর এই প্রবৃদ্ধিতে জাকির হোসেন এবং তার সহকর্মীদের অবদান আছে বলেই বুরো বাংলাদেশ দেশের তৃতীয় বৃহত্তম এনজিও হতে পেরেছে।' বুরো বাংলাদেশের পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচী সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'জাকির হোসেন একজন ভাল মানুষ, একজন ভাল নেতা, একজন ব্যক্তিত্ববান মানুষ, যার মধ্যে আদর্শ আছে, যাকে অনুসরণ করা যায়, যাকে অনুকরণও করা যায়। তিনি একজন ভাল সংগঠক। তার মধ্যে কোন অহমিকা নেই। আর এ জন্যই আমরা তার সাথে এতগুলো বছর কাজ করতে পেরেছি।' সাপ্তাহিক পূর্বাকাশের সম্পাদক ও আইনজীবী খান মোহাম্মদ খালেদ বলেন, 'মানুষ জাকির হোসেনের কর্মকান্ড দেখছে কিন্তু তার পরেও তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে যমুনার এই সংখ্যাটি পড়া

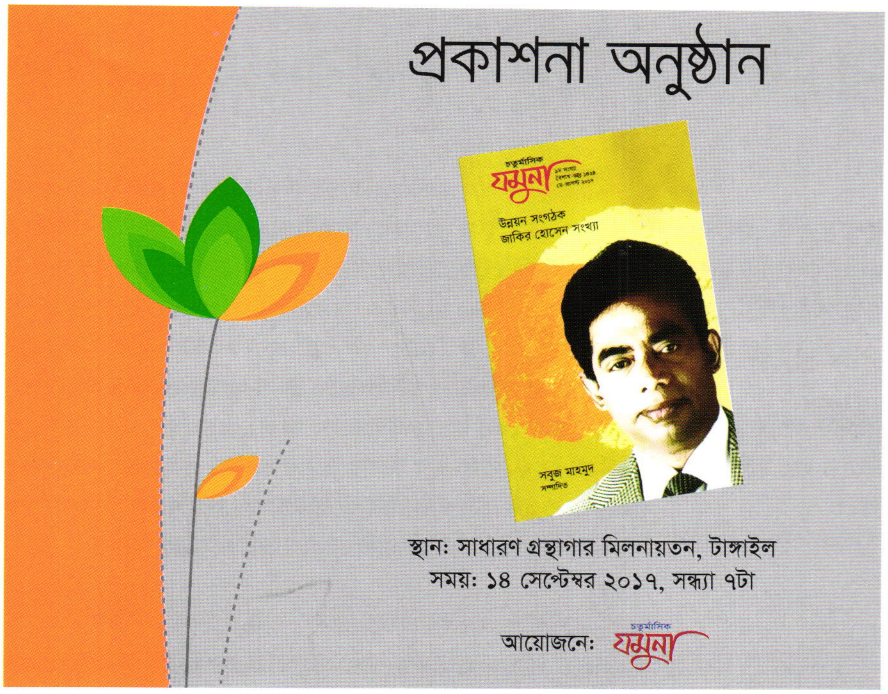

প্রয়োজন। আমি মনে করি এই দলিলটি শুধু টাঙ্গাইলের জন্য নয়, যারা মানব সম্পদ উন্নয়নে কাজ করতে চান, যারা মানুষের জন্য কাজ করতে চান, যারা বলিষ্ঠ ও আদর্শ নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে চান তাদের জন্য এই বইটি গবেষণার একটি বিষয়ও বটে।' টাঙ্গাইল সাধারণ গ্রন্থাগারের সহ-সভাপতি খন্দকার নাজিম উদ্দিন বলেন, 'জাকির হোসেন ও আমরা একসাথে মানুষের জন্য কাজ করার অঙ্গীকার করেছিলাম। আমরা হয়তো সফল হতে পারিনি কিন্তু আমাদেরই এক সাথী জাকির হোসেন আমাদের সেই প্রতিশ্রুতি আংশিক হলেও সার্থকভাবে রূপায়ণ করতে পেরেছেন বুরো বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে।'

জাকির হোসেনের সহধর্মিণী রাহেলা জাকির, সকলের প্রিয় ভাবি, যিনি বুরোর জন্মলগ্নের কঠিন সময়ে অসামান্য অবদান রেখেছেন, তিনিও ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'জাকিরের সাথে প্রথম পরিচয়ের দিনটিতেই আমার মনে হয়েছিল ও একজন সুভাষী এবং ভাল মনের মানুষ। আমাদের সেই পথচলা আজ চল্লিশ বছর অতিক্রম করেছে। আমি জাকিরের দীর্ঘায়ু কামনা করি, ওর প্রতিষ্ঠানের আরও সাফল্য কামনা করি।'

বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন তার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে যমুনার সম্পাদনা পরিষদ, লেখক ও উপস্থিত অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, 'জীবনে আমি যখন যা করেছি, তা আন্তরিকতার সাথে করেছি। আমি এবং আমার সহকর্মীরা মিলে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলাম মূলতঃ অবহেলিত ও দরিদ্র মানুষ, বিশেষ করে নারীরা যারা সারাদিন কাজ করার পরেও উপার্জন করতে পারেন না তাদের জন্য কিছু করতে। নারীর উপার্জন ও সঞ্চয় বৃদ্ধি মানেই একটি পরিবারের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া, অবস্থার পরিবর্তন হওয়া। আর আমরা মূলত এই চেষ্টাই করছি যাতে বাংলাদেশের মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হয়। আমি বিশ্বাস করি, রাষ্ট্রের উপরিকাঠামোতে যদি 'আমি' কেন্দ্রিক চিন্তার পরিবর্তে 'আমরা' কেন্দ্রিক চিন্তার মানুষের উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায় তবেই কেবল সামষ্টিক উন্নয়ন সম্ভব।'

> 'জাকির হোসেন সফল মানুষ এই অর্থে যে তিনি সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করেন। যে সব সাধারণ মানুষের পকেটে টাকা নেই, যাদের পেটে ভাত নেই, জাকির হোসেন সেইসব সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করেছেন এবং তাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন... যমুনার এই সংখ্যা পড়ে জাকির হোসেন সম্পর্কে প্রায় পরিপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়'
>
> ড. মাহবুব সাদিক
> কবি ও সাবেক অধ্যক্ষ

অনুষ্ঠানের সভাপতি কবি বুলবুল খান মাহবুব যমুনা নবম সংখ্যা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, 'জাকির হোসেনকে নিয়ে এমন একটি সংখ্যা আরো আগেই প্রকাশ করা উচিত ছিল। এ সংখ্যার লেখার মাধ্যমে আমরা পূর্ণাঙ্গ জাকির হোসেনকে না পেলেও এখানে তার জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছে, তাকে আমাদের সামনে উন্মোচিত করা হয়েছে ফলে এটা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য আনন্দের বিষয়।' তিনি বলেন, 'জাকির হোসেন এখনও সাফল্যের পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে এবং একদিন ও বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।'

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ছড়াকার ও যুগ্ম সচিব আলম তালুকদার, কবি জাহাঙ্গীর ফিরোজ, জনবিজ্ঞান ফাউন্ডেশনের সভাপতি আইয়ুব হোসেন, টাঙ্গাইল ক্লাবের সহ-সভাপতি হারুণ-অর-রশিদ, কবি ও মুক্তিযোদ্ধা আবু মাসুম, আবুল কালাম আজাদ বীর বিক্রম, কবি যুগলপদ সাহা, আইনজীবী নীহার সরকার, আবুল কালাম মোস্তফা লাবু, কবি ফেরদৌস সালাম, বিশিষ্ট গণ সঙ্গীত শিল্পী এলেন মল্লিক, গাড়ো আদিবাসী নেত্রী সুলেখা ম্রং ও পিউ ফিলুমিনা, অ্যাডভোকেট আল রুহী, সুপ্র টাঙ্গাইলের মঞ্জু রাণী প্রামাণিক ও ডা. আজহার।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বুরো বাংলাদেশের পরিচালক-অর্থ এম মোশাররফ হোসেন, পরিচালক-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মাহফুজুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচী প্রাণেশ বণিক, সহকারী পরিচালক-কর্মসূচী ফারমিনা হোসেন, প্রধান সমন্বয়কারী-নির্মাণ মুকিতুল ইসলাম, জাকির হোসেনের বড় মেয়ে ফারজানা রহমান খান, বুরো বাংলাদেশের বিভাগীয় প্রধানগণসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মীবৃন্দ।

• প্রাণেশ বণিক, আশরাফুল আলম খোশনবীশ

বুরো বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য

ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্প

দাতাসংস্থা ওয়াটার.ওআরজি এর সহযোগিতায় দেশের ৫৪টি জেলার ৪১৬টি শাখায় নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন সেবা বিষয়ক এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। লক্ষ্যমাত্রা- ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫০,০০০ নিম্নবিত্ত পরিবার। ৩০শে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত এই প্রকল্পের অধীনে:

- ৫০,০০৭ জনকে এ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষিত ৪৮,৮৪৪ জনকে নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য মোট ৯৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- ১৩,১৫০ টি পরিবার টিউবওয়েল এবং ২৭,০৫৬ টি পরিবার স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন করেছে।

রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প

বিশ্বব্যাংক ও এসডিএফের সহযোগীতায় মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় এই প্রকল্প চালু রয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে এ পর্যন্ত ৫০৫টি বাড়ী ও প্রতিষ্ঠানে বিশুদ্ধ পানির সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। উপকারভোগী পরিবারসমূহ মাসিক সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে বিশুদ্ধ পানীয় জল সেবা পাচ্ছে।

বিজনেস এন্ড ফাইনানসিয়াল লিটারেসী প্রকল্প

মাষ্টারকার্ড ওয়ার্ল্ডওয়াইডের অর্থায়নে চারটি পর্যায়ে এ পর্যন্ত ১,৫০,০০০ জন ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা সদস্যকে ব্যবসা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পঞ্চম পর্যায়ের প্রকল্পের অধীনে আরও ২০,০০০ জন ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা সদস্যকে ব্যবসা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে দাতাসংস্থার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এজেন্ট ব্যাংকিং প্রকল্প

এই প্রকল্পের অধীনে ব্যাংক এশিয়ার সহযোগিতায় বুরোর ৪টি শাখায় (ছিলিমপুর, সোহাগপুর, চৌহালী এবং বাসাইল) এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে চলছে । এই সকল শাখা থেকে গ্রাহকগণ ব্যাংকের নানাবিধ সেবা ভোগ করতে পারছেন। এ পর্যন্ত ৩০০০ হিসাব খোলা হয়েছে এবং সঞ্চয় পোর্টফোলিও দাঁড়িয়েছে ৬৩ লক্ষ টাকার বেশী।

ডিজিটাল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রকল্প

মাইক্রোসেভের সহযোগিতায় বুরোর ৩টি শাখায় (আজমপুর, দক্ষিণখান এবং টাংগাইল স্থানীয় কার্যালয়) পরীক্ষামূলকভাবে এই কার্যক্রম চলছে। পরবর্তীতে এই সকল শাখা থেকে গ্রাহকগণ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ঋণ ও সঞ্চয়সহ নানাবিধ সেবা ভোগ করতে পারবেন। এ পর্যন্ত লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠি ৬০০০ জনের মধ্যে ৪৭৩৭ জন সদস্য এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এর মধ্যে ৬৩১ জন তাদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে লেনদেন করে যাচ্ছেন।

প্রাকৃতিক উৎস (কলাগাছ ও আনারসের পাতা) থেকে আঁশ উৎপাদন প্রকল্প

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায় এবং BWCCI এর সাথে পার্টনারশীপের মাধ্যমে বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের মেয়াদকাল পূর্ণ হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে নরসিংদী, গাইবান্ধা, টাংগাইল ও মধুপুর উৎপাদন কেন্দ্রে ২০০০ উপকারভোগীকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এদেরকে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে প্রতিটি গ্রুপে উৎপাদন যন্ত্র প্রদান করা হয়েছে। প্রাকৃতিক উৎস (কলাগাছ ও আনারসের পাতা) থেকে আঁশ উৎপাদন এবং উৎপাদিত আঁশ থেকে পণ্য তৈরীর কাজও চলছে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ না থাকায় এবং দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বুরো কর্তৃপক্ষ নিজ উদ্যোগে সম্ভাবনাময় প্রকল্পটি চালিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন এডুকেশন প্রকল্প

দাতাসংস্থা ওয়াটার.ওআরজি এর সহযোগিতায় কুড়িগ্রামে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে মোট ৪ হাজার ৪০০ জন কিশোরীকে প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য দাতাসংস্থার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

বুরো স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র

টাংগাইল শহরে এই কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ অর্থাৎ ভবন নির্মাণ শেষ হয়েছে। বর্তমানে যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপনের প্রক্রিয়ার পাশাপাশি জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সহায়তা নেয়া হচ্ছে। আশা করা যায়, দ্রুত এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হবে।

রেমিট্যান্স সেবা

বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের পাঠানো অর্থ বুরো তার শাখাসমূহের মাধ্যমে তাদের নির্দিষ্ট আত্মীয়-স্বজনদের কাছে সফলভাবে হস্তান্তর করে আসছে। এ অর্থবছরে জুলাই থেকে জুন পর্যন্ত মোট লেনদেন হয়েছে ৯১,০৪২টি, যার মাধ্যমে মোট ২৫০ কোটি টাকা হস্তান্তর করা হয়েছে। সম্প্রতি বুরো রেমিট্যান্স কর্মসূচীতে TRANSFAST সেবা অর্ন্তভুক্ত হয়েছে, এতে করে আরও দ্রুত সেবা প্রদান সম্ভব হবে।

আদিবাসীদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সহযোগিতা

সম্প্রতি মধুপুরের দরিদ্র গারো আদিবাসী সম্প্রদায় তাদের জন্য স্থাপিত একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সেবা চালু রাখার লক্ষ্যে সক্রিয় সহযোগিতার জন্য বুরো বাংলাদেশের নিকট আবেদন জানিয়েছিল। সরেজমিনে স্থাপনা পরিদর্শন এবং এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষসহ স্থানীয়দের সাথে মত বিনিময়ের পর বুরো বাংলাদেশ নীতিগতভাবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে সহযোগিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

আশ্রিত রোহিঙ্গাদের পাশে বুরো বাংলাদেশ

নবম-দশম শতাব্দীতে আরাকান রাজ্য 'রোহান' কিংবা 'রোহাঙ' নামে পরিচিত ছিল। ধারণা করা হয়, সেই অঞ্চলের অধিবাসী হিসেবেই 'রোহিঙ্গা' শব্দের উদ্ভব। রোহিঙ্গারা পূর্বতন বার্মা, অধুনা মিয়ানমারের পশ্চিম অঞ্চলের মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। সংখ্যায় প্রায় ২০ লাখ রোহিঙ্গার অধিকাংশ বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের পাশে রাখাইন রাজ্যে (পূর্ব নাম আরাকান) বাস করে। মিয়ানমার সরকার 'রোহিঙ্গাদের নাগরিক বলে স্বীকার করে না। মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ও উগ্র রাখাইনদের সাম্প্রদায়িক আক্রমণের শিকার হয়ে প্রায় ১০ লাখের মতো রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বেশী এসেছে বাংলাদেশে।

গত এক মাসে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে কয়েক হাজার নারী-পুরুষ-শিশু। আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে গ্রামের পর গ্রাম। প্রাণের ভয়ে উদভ্রান্তের মত পালাচ্ছে যে যেদিকে পারছে । এই দলে আছে শত সহস্র গর্ভবতী নারী, আছে প্রতিবন্ধী, নবজাত শিশু, আছে চলৎশক্তিহীন অসুস্থ মানুষ, বৃদ্ধ, আহত জন। প্রতিদিনই রোহিঙ্গারা নৌ পথে এবং পায়ে হেঁটে বাংলাদেশে আসছেন। বাংলাদেশে যারা এসেছে তাদের ফেরার পথ বন্ধ করতে সীমান্তে পোঁতা হচ্ছে স্থলমাইন ।

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী মিয়ানমারে রাখাইনে সেনাবাহিনীর সহিংসতার মুখে গত ২৫ আগস্টের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৬ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশের কুতুপালং এবং বালুখালীর সরকার নিধারিত ক্যাম্পসমূহে আশ্রয় নিয়েছে। এর আগের বছরগুলোতে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গার সংখ্যাও ৪ লাখের উপরে। নতুন আশ্রিতদের সার্বিক পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখার জন্য বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ের ৪ সদস্যদের একটি প্রতিনিধিদল সম্প্রতি টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ পয়েন্ট, উখিয়ার বালুখালী ও কুতুপালং এর বিভিন্ন ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন। পরিচালক বিশেষ কর্মসূচী জনাব সিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে আরও ছিলেন প্রাণেশ বণিক, অতিরিক্ত পরিচালক বিশেষ কর্মসূচী, জনাব নজরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী এবং বিভাগীয় ব্যবস্থাপক জনাব সাইদুর রহমান। পরিদর্শন কালে প্রতিনিধিদল রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন দলের সাথে, বিভিন্ন সাহায্যকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে এবং সেনা কর্তৃপক্ষসহ অন্যান্যদের সাথে মত বিনিময় করেন। রোহিঙ্গাদের এই মানবিক বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি, সামাজিক সংগঠন, জাতীয় এবং আন্তজার্তিক সংস্থাসমূহ নানারকম সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে। রোহিঙ্গাদের সাথে কথা বলে জানা যায় ক্যাম্পসমূহে নানাধরণের সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা। এমতাবস্থায় বুরো বাংলাদেশ আশ্রিত রোহিঙ্গাদের জন্য ক্যাম্পের বিভিন্ন স্পটে বিশেষ করে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনার অংশ হিসাবে প্রথম পর্যায়ে মহিলাদের ব্যবহারের উপযোগি ১০০টি ল্যাট্রিন, ৫০টি গোসলখানা এবং ৫টি গভীর নলকূপ স্থাপন করার কাজ চলছে।

বাৎসরিক পরিকল্পনা সভা ২০১৭

গত ২৮শে জুলাই বুরো বাংলাদেশের বাৎসরিক পরিকল্পনা সভা-২০১৭ মধুপুর মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাহী পরিচালকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় সকল পরিচালক, বিভাগীয় ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং প্রধান কার্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় পূর্ববর্তী বৎসরের ফলাফল, ২০১৭-১৮ বর্ষের কর্মপরিকল্পনা, এর বাস্তবায়ন কৌশল, চ্যালেঞ্জসমূহ, সমাধানের উপায়সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে প্রতিটি অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক, এলাকা এবং শাখা ব্যবস্থাপকসহ অন্যদের নিয়ে আলাদা আলাদা করে মোট ২৮ টি পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি আঞ্চলিক সভায় সহকারী পরিচালক-কর্মসূচী ফারমিনা হোসেন এবং কর্মসূচী সমন্বয়কারী জনাব খন্দকার মোখলেছুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মাষ্টারকার্ড ওয়ার্ল্ডওয়াইডের সহযোগীতায় গত জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭ প্রান্তিকে বুরো বাংলাদেশের বিভিন্ন শাখা কার্যালয়ে দরিদ্র নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ শাখার কর্মী ও ব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকগণ পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণে জনাব সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক এবং প্রাণেশ বণিক, অতিরিক্ত পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচীসহ অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের ষান্মাসিক সমন্বয় সভা

৪ আগষ্ট ২০১৭ তারিখে সংস্থার মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, টাঙ্গাইল-এ 'অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের ষান্মাসিক সমন্বয় সভা' ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। সভায় জনাব খন্দকার মাহফুজুর রহমান, পরিচালক-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয়কারী-নিরীক্ষা জনাব আমিনুল করিম মজুমদারসহ নিরীক্ষকগন উপস্থিত ছিলেন।

বন্যার্তদের মাঝে বুরো বাংলাদেশের ত্রাণ বিতরণ

নজিরবিহীন মৌসুমি ভারী-বৃষ্টি ও উজানের ঢলে মধ্য আগস্টে সারা দেশে দেখা দেয় ভয়াবহ বন্যা। আকস্মিক এই বন্যায় ব্যাপকভাবে প্লাবিত হয় দেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর, কুঁড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, সিলেট, মৌলভিবাজার ও সুনামগঞ্জ সহ মোট ৩১টি জেলা। বন্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এসব জেলার ১২শ ইউনিয়নের ৮ হাজার ৭শ ৪৬টি গ্রাম। এতে ঐসকল এলাকার প্রায় সকল ফসলী জমির ধান, সব্জী, মাছ, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুর ব্যাপক ক্ষতি হয়। সবকিছু হারিয়ে সাধারণ মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় মানবিক দায়বদ্ধতা থেকে বুরো বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জীবন ধারণের জন্য জরুরী ভিত্তিতে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে পাশে দাঁড়ায়।

পর্যায়ক্রমে টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, লালমনিরহাট, কুঁড়িগ্রাম, মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ জেলার ১৫টি ইউনিয়নের ১০ হাজার পরিবারের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ বিতরণ করা হয়। ত্রাণ কার্যক্রমের আওতায় ছিল টাঙ্গাইলের সলিমাবাদ, গয়াহাটা, কাকুয়া, ভারড়া, কাকুয়া, হুগড়া ও ফাজিলহাটি ইউনিয়ন; সিরাজগঞ্জের বেলকুচি ও রাজাপুর ইউনিয়ন; লালমনিরহাটের কুলাঘাট ইউনিয়ন; কুঁড়িগ্রামের বেরুবাড়ী, নাগেশ্বরী ও বামনডাঙ্গা ইউনিয়ন; সুনামগঞ্জের ফতেপুর ইউনিয়ন ও মৌলভী বাজারের জাফরনগর ইউনিয়ন। ত্রাণ সামগ্রী হিসেবে প্রতিটি পরিবারের জন্য ছিল ২০ কেজি চাল, ৫ কেজি আলু, ২ লিটার সয়াবিন তেল, ১ কেজি লবন, ১০ প্যাকেট ওরস্যালাইন, ২টি সাবান, ১ ডজন মোমবাতি ও ১ ডজন ম্যাচ।

উক্ত স্থানগুলোতে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহন করেন বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন, পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচী সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্তি পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচী প্রাণেশ বণিক, কর্মসূচী সমন্বয়কারী মুখলেছুর রহমান লিটন, মনিটরিং বিভাগের সহকারী সমন্বয়কারী সাইদ আহমেদ খান, সংস্থার বগুড়া, ময়মনসিংহ ও পাবনা বিভাগের ব্যবস্থাপক এরশাদ আলম, মহসিন খান ও ইসতাক আহমেদ; পাবনা, টাঙ্গাইল, সিলেট ও রংপুর অঞ্চলের ব্যবস্থাপক মহসিন মিয়া, মুস্তাফিজুর রহমান, আওলাদ হোসেন এবং উত্তম কুমার বসাক। এ ছাড়া বুরো বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ও শাখা কার্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক কর্মী সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করেন।

ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বিভিন্ন স্থানে অংশগ্রহণ করেছেন জাতীয় সংসদ সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

- **আশরাফুল আলম খোশনবীশ**
  অফিস ব্যবস্থাপক , প্রধান কার্যালয়

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

BURO Bangladesh

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭ ● সংখ্যা-১০ ● বর্ষ-৩

নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১২ই আগষ্ট 'নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ-আমাদের করণীয়' বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা টাংগাইল CHRD মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সম্মানীত চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন টাংগাইলের জেলা প্রশাসক জনাব খান মোহাম্মদ নুরুল আমিন, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য জনাব অধ্যাপক ডঃ ইকবাল রউফ মামুন এবং টাংগাইলের সিভিল সার্জন জনাব ডাঃ মোঃ শরীফ হোসেন খান। সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। বর্তমান অনিরাপদ ও ভেজাল খাদ্যের ভয়াবহতার উপর একটি ডিজিটাল উপস্থাপনা করেন প্রাণেশ বণিক, অতিরিক্ত পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচী। এই কর্মশালায় টাংগাইলের ৬টি উপজেলার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, একই ধরনের দ্বিতীয় কর্মশালাটি মধুপুরে অনুষ্ঠিত হবে।

অবসরে মোঃ নজরুল ইসলাম

নজরুল ইসলাম, বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা লগ্নের কর্মীদের একজন। শাখা হিসাব রক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ১৯৯০ সালে। ২৬ বছরের চাকুরি জীবন শেষে সম্প্রতি তিনি স্বেচ্ছায় অবসরে গিয়েছেন উর্ধ্বতন শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে। বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক-অর্থ জনাব মোশাররফ হোসেন বিদায়ী সাক্ষাতের সময় চেক তুলে দেন তার হাতে, উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচী প্রাণেশ বণিক। নজরুল ইসলাম বলেন, 'বিদায়কালে প্রতিষ্ঠান থেকে যে আর্থিক সুবিধা পেলাম তা দিয়ে আমার বাকি জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কেটে যাবে। বুরো বাংলাদেশের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।' নিষ্ঠাবান এবং পরিশ্রমী এই কর্মীর প্রতি শুভ কামনা রইল।

শোক সংবাদ

মোঃ শামীম আল মামুন, পিন-৪৬০, পদবীঃ শাখা হিসাব রক্ষক, শাখাঃ বোর্ডবাজার, অঞ্চলঃ গাজীপুর, সংস্থায় যোগদানের তারিখঃ ০২/১১/১৯৯৭। সম্প্রতি তিনি বেশ কিছু জটিল রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এরমধ্যে ফুসফুসে ক্যান্সার, কিডনীজনিত সমস্যা ও ডায়াবেটিকস রোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-এ চিকিৎসাধীন ছিলেন। তার চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার কারণে ICU-তে নেয়া হয়। ICU-তে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় তিনি ২৬/০৮/২০১৭ তারিখে রাত ১১:০০ টায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। পরিবারের স্বজনদের কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় মানুষ ছিলেন। কর্মস্থলেও তিনি ছিলেন একজন সদাচারী কর্মী। তিনি নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন। সকলের সাথে তিনি সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করতেন। তার অকাল মৃত্যুতে বুরোর প্রতিটি কর্মী মর্মাহত। বুরো পরিবার মোঃ শামীম আল মামুন-এর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

খবরাখবর সংগ্রহ ও সংকলনেঃ প্রাণেশ বণিক

উপদেষ্টা: জাকির হোসেন, সম্পাদকমণ্ডলী: প্রাণেশ বণিক, নজরুল ইসলাম, এস এম এ রকিব, নার্গিস মোর্শেদ

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন(এফ), সড়ক-১০৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত। ফোন: ৯৮৬১২০২, ৯৮৮৪৮৩৪, ফ্যাক্স: ৯৮৫৮৪৪৭, ইমেইল: buro@burobd.org, ওয়েব: www.burobd.org